প্রথম প্রকাশ : ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬

গ্রন্থস্বত্ব : মণিকা দাস

প্রকাশক : স্বরাজ মিত্র
'প্রত্যয়'
২৪/১ বি, ক্রীক রো, ক'লকাতা—৭০০০১৪।

মুদ্রক : হলদিয়া মুদ্রণ (প্রাঃ) লিঃ
দুর্গাচক, হলদিয়া।

উৎসর্গ

বিপ্লবী মনীষী

তারাপদ লাহিড়ীর

স্মৃতির উদ্দেশ্যে

বীরেনের কথা—

বীরেনকে আমার মনে পড়ে দিনের মধ্যে অনেকবার। যখন ছবি আঁকি, যখন গল্প করি, যখন সাংস্কৃতিক আলোচনা করি বা যখন লিখি বীরেন সর্বদাই তখন আমার সঙ্গী। এর প্রধানতঃ দু'টি কারণ। প্রগতি শিবিরে সে আমার সহযোদ্ধা। চিন্তার ক্ষেত্রে সে আমার সহমর্মী। বীরেন আমার কাছে নিত্য। তার ক্ষয় নেই, অবক্ষয় নেই। সে তার সৃষ্টির মধ্যেই অমর হয়ে আছে। বিশেষ করে আমার কাছে সে সর্বদাই প্রত্যক্ষ। কারণ আমার শিল্পী জীবনে যে সব শ্রেষ্ঠ দান আমি পেয়েছি, বীরেনের কবিতা তার মধ্যে অন্যতম। তাকে ভোলা বা তার প্রাণোচ্ছ্বল স্পর্শকে অনুভব না করা আমার পক্ষে বেইমানী।

সেই পঞ্চাশের দশকের শেষভাগে বীরেনকে পেয়েছিলাম তার রাজনৈতিক সমচিন্তার বন্ধুদের একটি বইয়ের দোকানে। তখন বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীটে সেখানে অন্ধ গলির মুখে 'ইণ্ডিয়ানা' বলে একটি বইয়ের দোকান ছিল। সেইখানেই সান্ধ্য মজলিসে নিয়মিত অংশীদার ছিলেন আমার শিল্পগুরু শিল্পাচার্য ভোলা চট্টোপাধ্যায়। আরও ছিলেন বুদ্ধিজীবী বন্ধু অরবিন্দ পোদ্দার প্রমুখ অনেকে। 'কফি হাউস' এ যাবার পথে প্রায় প্রতিদিনই সেখানে উঁকি মারতাম এবং প্রায়ই বীরেনকে সেখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে 'কফি হাউস' এর আমার মজলিসে ধরে নিয়ে যেতাম। কেননা বীরেন ছাড়া আমাদের মজলিস জমানো কষ্টকর হয়ে যেত। প্রগতি সংস্কৃতির আলোচনায় বীরেন ছিল সোচ্চার। উত্তেজিত হত, ধীরভাবে বোঝাবারও চেষ্টা করত। এই আসরে আমিই ছিলাম স্বভাবগত ভাবে উগ্রপন্থী। কথায় না বুঝলে বলপ্রয়োগে বুঝিয়ে দিতাম—প্রগতি সংস্কৃতির স্বরূপকে। তাই আমার আচরণ সবসময় প্রগতিশীল হোত না,

বরং একটু স্বৈরাচারী ছিল। বীরেন ছিল তার বিপরীত। তার শালীনতা-বোধ ছিল অপরিমেয়। এই আড্ডায় তখন জমতো প্রখ্যাত কবি সাহিত্যিকবৃন্দ, ভাবী লেখকেরা—বিশেষ করে লিট্ল ম্যাগাজিনের গোষ্ঠী। সেই সময় শক্তি একটি কবিতা পত্রিকা বার করে—মাসিক। তাকে সব লিট্ল্ ম্যাগাজিনের মতই আমি যথাসাধ্য সাহায্য করতাম—প্রচ্ছদের ছবি দিয়ে, কবিতায় প্রচ্ছদ পরিচিতি লিখে বীরেনকেও অনুরোধ করতাম এ কাগজে কবিতা দেবার জন্য। কারণ আমাদের ভয় ছিল শক্তির প্রাণোচ্ছ্বলতা শালীনতার সীমা পেরিয়ে যেতে পারে। আমরা থাকলে তার সংযমবোধ কিছুটা কার্যকরী হবে।

কবি হিসাবে বীরেন ছিল উদার। যে কোন ছোট পত্রিকা তার ভূমিকা যদি প্রগতিশীল হোত এবং সততার সঙ্গে তার কর্মীবৃন্দ যদি দায়িত্ব পালন করতো, তাহলে বীরেন কখনও তাদের কবিতা দিতে কার্পণ্য দেখায় নি। তার প্রমাণ অনেক আছে, রাজনৈতিক দিক থেকে বীরেন ঠিক আমার সমচিন্তার লোকছিল না, তাহলেও আমাদের বন্ধুত্বের কোন অসুবিধা হয়নি। আমরা দুজনেই সহমর্মী ছিলাম এবং প্রগতিশিবিরের সহযোদ্ধা।

তারপর বীরেনকে পেলাম অন্যভূমিকায়। কবিতা প্রকাশনে সৎ সাহিত্য প্রকাশনের ক্ষেত্রে তখন অসুবিধা ছিল প্রচুর, আজকেরই মত, তাই বীরেন কয়েকজন বন্ধুসহ কলেজস্ট্রীট মার্কেটে ঘর নিয়ে সৃষ্টি করল 'লেখক সমবায়' নামে বিখ্যাত প্রকাশনী। তার একজন অতি উৎসাহী কর্মী ছিল বীরেন। সে লেখক সংগ্রহ করতো। নতুন লেখকদের উৎসাহ দিত এবং সাধ্যমত তাদের বই প্রকাশনার ব্যবস্থা করতো। বীরেনের জন্যই এই সংস্থাকে আমিও সাধ্যমত সাহায্য করেছি। বাংলা সাহিত্যে অন্যতম সু-বিক্রীত বই সুকান্তের পুস্তকাবলী এখান থেকে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম এবং আরও কিছু কিছু।

তারপর বীরেন প্রতিষ্ঠিত কবির স্বীকৃতি পেল। 'রবীন্দ্রপুরস্কার' পেল। কিন্তু তাতেও তার কোন মানসিক পরিবর্ত্তন দেখিনি। এমনকি আমার মত চিরকালের ফেলমারা চিত্রকরকেও সে প্রদান করল তার সাধ্যমত শ্রেষ্ঠ পুরস্কার একটি কবিতা। তার অন্যতম শেষ কবিতার বইয়ে 'সত্তর আশির কবিতা' শিল্পী শোভন সোমের সঙ্গে প্রকাশ করে ১৩৯০ সনে। হঠাৎ আমার কাছে বীরেন আব্দার করে বসলো তার প্রচ্ছদ আমাকে আঁকতে হবে। এঁকেও দিলাম। তখন জানতাম না বইটি আমাকেই উৎসর্গ করা হবে এবং তাতে আমার উপর একটি কবিতালেখা হবে। বিষয়টি আমার জানা থাকলে আমি প্রচ্ছদ আঁকতুম না, কেননা এতে একটা স্বজন-পোষণ স্বজন-পোষণ ভাব হয়। এর মধ্যেই খুঁজে পেলাম আমার জন্যে লেখা সেই হীরের টুকরোটি।

দেবুদা

মাথা নিচু তাঁর স্বভাব নয়, তবু ....
যে শিশুটি এখনও মাটিতে হামাগুড়ি দেয়
তার জন্য তিনি মাটির খুব কাছে নেমে আসতে পারেন।
সারাজীবন তিনি আগুন মাথায় নিয়ে রাস্তা হেঁটেছেন
কিন্তু একটি শিশুর কাছে তাঁর মাথায় কোন রোদ নেই—
তিনি তখন ছায়া হয়ে যান।

বীরেন দেবুদাকে ভোলে নি, দেবুদাও বীরেনকে ভোলেনি। ভুলবোও না কোনদিন।

—দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

সম্পাদকের কথা ঃ

সম্ভবতঃ ১৯৭৪ সালে সর্বভারতীয় শিশু ও কিশোর সংস্থা অখিল ভারত তরুণতীর্থ-এর কেন্দ্রীয় দপ্তরে এক ভাইফোঁটা অনুষ্ঠানে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে প্রথম দেখি। আজও চোখের ওপর ভাসছে—চাদরপাতা তক্তপোষের ওপর বসে আছেন। পরনে সাধারণ ধুতি ও পাঞ্জাবী। মাথায় খাড়া উসকো খুসকো চুল, খোঁচা খোঁচা গালভর্তি দাঁড়ি, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা, প্রচ্ছদের ছবির মতো তেরচাভাবে উন্নত শিরে সামনের দিকে দৃষ্টি। মুখোমুখি নীচে শতরঞ্জীতে শতাধিক শিশু-কিশোর কিশোরী। পাশের খুঁটিতে ডঃ দিলীপ রায়চৌধুরীর ছবি। কাছেই একটি বিরাট গাছে চলছিল কাকেদের অবসর বিনোদনপর্ব। পড়ন্ত বিকেলে গোধূলীর লাল আলোয় রাঙ্গা হয়ে উঠেছিল কলকাতার সমস্ত গাছের পাতারা।

গান-বাজনা আবৃত্তির পর সারিবদ্ধভাবে বসা ভায়েদের কপালে চন্দনের টিপ পরিয়ে যমের দুয়ারে কাঁটা দেওয়ার মন্ত্র উচ্চারণে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল কোমলপ্রাণা বোনেদের মুখ। এমন এক মধুর দিনে যাঁকে প্রথম দেখি তাঁকে যন্ত্রণা কাতর বুকে শেষ দেখি এবং রেখে আসি কেওড়াতলা মহাশ্মশানে ১২ই জুলাই ১৯৮৫, শুক্রবার বিকেলে। মাঝে শাসন, স্নেহ, উপদেশ, আতিথেয়তা এসবের পালাই দখল করেছে সিংহভাগ সময়।

মহাশ্মশানে কবিকে রেখে এসে এক বিরল শূন্যতায় আপ্লুত হয়ে দিন কাটছিল। এমনি সময়ে পথ হাঁটতে হাঁটতেই একদিন একটি ছড়া-সংকলন করার সিদ্ধান্ত নিই। বিভিন্ন কবির নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা চিত্রই গাঁথা থাকবে এই সংকলনে যা পড়ে বর্তমান তো বটেই, ভবিষ্যৎ

প্রজন্মও কবির জীবন ও দর্শনকে ছড়ার মাধ্যমে জানতে পারবেন। জানি না কতদূর করতে পেরেছি। তবে কেউ যদি সামান্যও এই বই থেকে কবি সম্পর্কে জানতে পারেন তাহলেও আমার প্রচেষ্টা সার্থক মনে করবো।

প্রবীন, নবীন অর্ধশতাধিক কবির অর্ধশতাধিক ছড়া সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে। লেখা সাজানোর ক্ষেত্রে কোনো নিময় মানতে পারিনি একাধিক অসুবিধা থাকার জন্যে। পাঠকসাধারণের কাছে এজন্যে ক্ষমাপ্রার্থী।

বর্ষীয়ান শিল্পী দেবব্রত মুখপাধ্যায় লিখেছেন 'বীরেনের কথা'। সমকালীন একজন মানবতাবাদী গণকবি সম্পর্কে ভিন্ন-রাজনীতিতে বিশ্বাসী একজন শিল্পীর মনের কথা ব্যক্ত হয়েছে তাতে।

সবশেষে যাঁদের কথা না বললে নয়, তাঁরা হলেন 'হলদিয়া মুদ্রনের' কর্মীবৃন্দ, কবিজামাতা আলোকচিত্র শিল্পী শ্রীঅশোক পাইন, প্রচ্ছদের নামাংক শিল্পী শ্রীপ্রভাত কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, প্রকাশক শ্রীস্বরাজ মিত্র ও 'প্রত্যয়' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসুরেশ ভদ্র মহাশয় নানাভাবে বুদ্ধি পরামর্শ ইত্যাদি দিয়ে সহযোগীতা করার জন্য এদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সূচীপত্র

নরেশচন্দ্র দাসের কাব্যগ্রন্থ—

* স্বাধীনতা কতোদূর
* বাতাস ঝর্ণা নামাও
* চোখে যখন ঘুম নেই
* চিত্র
* আগামী (যৌথ সংকলন)

মণীন্দ্র রায়

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মনের মধ্যে আবেগ জমলে
সইত না আর তর্ সে,
তারিখ দিয়ে লিখত বীরেন
দুঃখ এবং হর্ষে।
সেসব লেখার ছন্দে-মিলে
দীপ্ত সুখে বক্ষে নিলে
বুঝতে পারি বইছে কেমন
কাল বোশেখীর ঝড় সে।

চিত্ত ঘোষ

চোখে রাগ মুখে হাসি

চোখে রাগ মুখে হাসি
ছিল এক সন্ন্যাসী
মস্তকে নেই জটা
হৃদয়ের মন্ত্রটা
হয়ে গেল গম্ভীরা
যেন মেঘ ডম্বরু।
হৃদয়ের খুব কাছে
সে-দরাজ গান বাজে
আকাশের চূড়া থেকে
বিদ্যুৎ জ্বালে মেঘে
সেই মেঘ পর্বতই
গ'লে হয়ে গেল নদী।

রাণা বসু

একটি প্রিয় নাম

স্পষ্ট কথা লিখতে যিনি
করতেন না দ্বিধা
ফন্দি-ফিকির জানতেন না
চলতেন পথ সিধা,
না ছিল জামা-কাপড়ের বাহার
দিনে-রাতে স্বল্প আহার,
দশের ভালোয় হাত মেলাতেন
এমন কবি কে ?
—বীরেন চাটুজ্জে।

একটি প্রিয় নাম : বীরেন চাটুজ্জে
দু-হাত দিয়ে সরিয়ে আঁধার
আলো দেখাতেন তিনি
আমরা তাঁকে চিনি,
পথ হাঁটছেন চোখে পড়লেই
আপন হতেন যিনি ॥

মনোরমা সিংহরায়

উলুখড়

ছড়া লিখতে উলুখড়
এতোই ছিলেন দড়
কাব্য ছাড়া, ছড়াই তাঁকে
করে তুলছে বড়।

উলুখড়কে বলো আমরা
ভুলবো কেমন করে,
ভেবে তাঁকে বাংলা মায়ের
অশ্রু পড়ে ঝরে।

উলুখড় - বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম।

বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মরণে

এক হাতে তার কুঠার ছিল
আরেক হাতে ফুল
আঘাত ক'রে কখনো বা
ধরিয়ে দিত ভুল
কখনো বা আলিঙ্গনে
হৃদয় খুলে ধরে
বিশ্বাসে আর ভালোবাসায়
দিয়েছে বুক ভ'রে
মিথ্যা মানুষ সত্য মানুষ
হুঁস পেয়েছে ফিরে
প্রীতির জালে সবাইকে সে
রেখেছিল ঘিরে।

আমরা তারই কথায়
বারে বারেই জেগে উঠি
আনন্দে আর ব্যাথায়

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

কবিকে চিঠি

(রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্তিতে)

সব সময়ে একাই লড়েন বীরেন্দ্র চট্টো
নেই ক তাঁর ঢাক দামামা
পোষাক খট্টো মট্টো
উস্কো-চুলে ঝাল চানাচুর
ফুচকা-মুড়ি খাদ্য
হুইস্কি--বিয়ার নাই জানলেন
কবির মধ্যে আদ্য
পুরস্কারের জগৎ থেকে
কৃপা করলেন মা ষষ্ঠী
সবাই যখন বুড়িয়ে গেল
তিনি তখন বাষট্টি
এই তরুণকে দ্যাখরে তোরা
এই তরুণের হার্ট্য
অপরিসীম মনের ধনে
কেমন সে ধনাঢ্য

অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ছড়া

দু'জন ছিলেন ঢাকুরিয়ায়—
শিল্পী সীতেশ রায়,
অন্য জনের নাম কবি
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়···
রাম লক্ষ্মণ কোথায় গেলেন ?
ভরত অযোধ্যায় ;
তাঁরা আছেন থাকবেন কর্মে
প্রেমে পবিত্রতায়,
তোমার অপেক্ষায়।

কৃষ্ণানন্দ দে

ক্ষতিপূরণ

আকাশে আজও ভাতের গন্ধ
ঝুপড়ি ঘিরে জীবনমরণ,
থামলো হঠাৎ বুকের স্পন্দ
কবির সংঘে রক্তক্ষরণ।
মাটির শিকড় হাত পা মেলে
দাঁড়ায় জীবন—সন্ধ্যাকূলে,
ভোরের আলোয় শপথ ভাসে
নতুন পাতার বইটি খুলে।
রইলো এখন হিসাব খাতায়
সব দেওয়া আজ চাওয়ার হাতে,
বুকজ্বলা এই বিয়োগ ফলে
দীপক রাগের মন্ত্রণাতে।

সাধনা মুখোপাধ্যায়

যজ্ঞের ঘোড়া

দুরন্ত জীবনের মিছিলে মিছিলে
তুমি শুধু অফুরন্ত ছিলে
ট্রাম থামে বাস থামে
ক'লকাতা হয় শিহরিতা
তুমি শুধু লিখে যাও রাণুর জন্যে
বেঁচে থাকবার এক অমোঘ কবিতা

মুখে যদি রক্ত ওঠে
পৃথিবী ঘুরছে তবু
আরও ঘুরবেই
আমার যজ্ঞের ঘোড়া অশ্বমেধের
বেঁধে যদি রাখি তবে
রাখব তোমার খুঁটিতেই

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বলতেন সোজা চলতেন সোজা
ছিল নাকো ঢাকাঢাকি
যা কিছু মলিন ছুঁড়ে ফেলেছেন
ছিল নাকো রাখারাখি।

বুক ভরা তাঁর ছিল ভালোবাসা
শুধু মানুষেরই জন্য,
কবির দু' চোখে প্রেরণা মানুষ
মনুষ্যত্ব ধন্য।

বিপুল চক্রবর্তী

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে মনে রেখে

১. কেউ বলে ফুল তাকে কেউ বলে ফুল্‌কি—
কোনোটাই ভুল কি?
বলুক তা গুণীজন, বলবে বিপুল কি।

২. কেউ বলে ফুল তাকে কেউ বলে ফুল্‌কি—
আমি নেই ও ভীড়ে
নদী ঠিক কি রকম, জানে তার কূল কি?
যেতে চাই গভীরে।

অনিল বসু

বীরেনদা

শঠের মুখে চুনকালি,
নাম ধ'রে সব দেয় গালি,
লোকটা বোধহয় নকশালী,
তরুনকে দেয় হাততালি !

হাসেন বসে বীরেনদা
কবিরা কি কাকের ছা ?

ছৌ

চোখের জল মুখোশ বেয়ে গড়ায়
মঞ্চ ভ'রে বসে আছেন পুরুলিয়ার ছৌ,
কোমর বেঁধে ভাষণ দিয়ে মণি-মুক্তো ছড়ায়,
কত শ্রমের চাক ভেঙ্গে আজ ভালুকে খায় মৌ ।

স্পষ্ট মুখে সুখ—দুঃখের খেলা
নিতেন তাদের বুকের ভিতর বীরেন চাটুজ্জে,
স্মরণ সভায় আজ মুখোশের মেলা
ধূপ-ধুনা দেয় সাড়ম্বরে আজকে ঠেকায় কে ?

ধীমান দাশগুপ্ত

তাঁর মনুষ্যত্ব

জল থেকে তুলে নিয়ে পাতা
ও-জলেই ভাসিয়েছো তা।
তাঁর মনে জল ছিল কাছে
সে-জলে গন্ধ লেগে আছে!

তাঁর কাব্যজগৎ

শঙ্কর কি ভিখিরি
পার্বতীর দোরগোড়ায়
ভিক্ষাচ্ছলে দাঁড়ান তিনি
বিশ্বজনের বুক জুড়ায়।

মতি মুখোপাধ্যায়

রাজেন্দ্রাণী তোমার কবিতা

জেনে ছিলে অন্ন প্রাণ
অন্ন-ই সবিতা,
বায়ুভূক ব্যক্তিগত
লেখোনি কবিতা।

উজ্জ্বল সত্যের সূর্য
কে পারে সহিতে ?
সদরে দিয়েছো টোকা
যাওনি গলিতে।

দেড়লাখী ফ্ল্যাট নয়
ছিল যা গোপন,
কয়েক হাজার বীজ
মাটিতে রোপণ।

রাজবাড়ি যায় নি সে
হয়নি পতিতা,
তবু সে-ই রাজেন্দ্রাণী
তোমার কবিতা।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মরণীয়েষু

লখীন্দর, আর ক্লান্ত ওফেলিয়া
তুমিই যেন তোড়ায় বেঁধেছিলে—
ভাতের গন্ধ বাতাস জুড়ে,
উড়ছে পাখি নীলে।

মানুষ কেন কেঁদে ওঠে
কেন বা কাৎরায়
তুমি তোমার মতন ক'রে বুঝতে চেয়েছিলে-
যখন নিলে বিদায়

তখনো তোমার অনুরাগী
তোমার কবিতাকে
শাণ দিয়ে বা প্রাণ দিয়ে নেয়,
চায় অখণ্ড সত্তাকে॥

পবিত্র সরকার

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বুকে জ্বলত আগুন, চোখের
পাতায় থাকত জল,
লড়াই করার অস্ত্র—সে ওই
কলমটি সম্বল।

ঝলসে উঠত ওই কলমের ফলা,
তারই আগুন ছোঁয় গিয়ে তার গলা,

কখন করে অঙ্গার তাঁর
প্রশ্বাস, ফুসফুস ;
নপুংসকের মেলায় সে এক
আগ্নেয় পৌরুষ—

ছিলেন তিনি—বীরেন চট্টোপাধ্যায়।
মৃত্যু কি আর তাঁর স্মৃতিতে হাত দেয় ?

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

সেই কবি

টুপটাপ ঝুপঝাপ বৃষ্টি ;
তোমাদের পড়েছে কি দৃষ্টি ?
রুখু চুলে ঝোলা কাঁধে কবি আর
আমাদের মধ্যে
কবিতা ও গদ্যে
কাঁধে হাত রেখে হাঁটছেন না

ভালোবাসা ছিলো যতো, ঘেন্না
ততোখানি ছিলো তাঁর ! শত্রু—
মানুষের যারা এই সমাজে
কি কথায় কি কাজে
তিনি তাঁর দুশমণ ;
আজ তাঁর
ঝোলা আর ছেঁড়া চটি
ফেলে রেখে নির্ভার
খুশমন
কোথাও আছেন তিনি লুকিয়ে,
ডাকলেই আসবেন,
খুক্‌খুক্‌ কাশবেন,

সিগারেটে দিয়ে টান বলবেন—পদ্ম
এই নিন।

সেই দিন
নেই আর!
কোথাও গেছেন না কি ভ্রমণে?
হয়তো,
নয়তো
রয়েছেন আমাদেরই মধ্যে
গদ্যে ও পদ্যে!

বিনয় মজুমদার

বীরেন চট্টোপাধ্যায়

যাত্রা কোম্পানী নষ্ট বাদ গ্যায়
কবিকে বীরেন চট্টোপাধ্যায়।
কাৎরাপানি আমি হে শূলপানি গ্যাখ
ভবীকে ভূলবে না দেখি যে বীরেনের
বইতে ভরেছে র‍্যাক।

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

নির্মান

মরা নদীখাতে জ্যোৎস্না নেমেছে, অর্ধেক চাঁদ একা,
চোখে ঘুম নেই, স্বপ্নও নেই, গতিহীন বিস্ময়,
চারদিক ঘিরে নেমে আসে শুধু রাত্রির রূপরেখা—
আকাশে জমেছে হালকা কুয়াশা, নিরন্ন লোকালয়।

প্রান্তর-ভরা আয়োজন ছিলো হালকা চন্দ্রালোকে—
পাহাড়ের উঁচু শিখরে জ্বলছে প্রৌঢ় বৃহস্পতি,
জোনাকির দল জ্বলে আর নেবে গূঢ় অজ্ঞাত শোকে—
রাতের উপোষে পাশাপাশি জাগে পাড়াগাঁর দম্পতি।

মজানদী ভরা বালি বুকে নিয়ে শুয়ে আছে সারারাত,
পাথরে পাথরে গতির ছন্দ পাহাড়ের কাছে শেখা,
উল্কা ঝরানো রাত্রির নিচে বিদ্যুৎসম্পাত—
নিজের রূপেই পুড়ে গেছে আজ মধ্যরাত্রি একা।

দূর থেকে দূরে জলের শব্দ, ভেসে আসে খুব ক্ষীণ,
আর কেউ নয়, মানুষই চেয়েছে সুগভীর লোকহিত,—
পাল তোলা ঢেউ নদীটির বুকে নেচে যাবে সারাদিন,
শহীদের হাড়ে সূচিত সময় গড়া হবে নিশ্চিত।

সামস্থল হক

বীরেনদা

আটাশে জুন ডাবের জলে
ভিজিয়েছিলুম তোমার গলা
সমুদ্রকে ঢাললে কেন
তখন আমার চোখের তলায়

বাইরে কোথাও যাবার আগে
আমাকে ঠিক লিখতে চিঠি
এগারো জুলাই তারিখে
হঠাৎ কেন ভাঙলে রীতি

এবার থেকে আচ্ছা জব্দে
রাখবো আমার বুকের মধ্যে।

জগন্নাথ বিশ্বাস

দুটি ছড়া

১

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কবিতার একটা অধ্যায়,
সময়ের একটা অংশ,
রক্তবীজের এক বংশ,
কার সাধ্য তাকে বাদ দ্যায়।

২

বীরেনদাকে মনে হতো মুক্ত স্বাধীন বীর,
কাঁধে ঝোলা মিছিল মিটিং সর্বদা অস্থির।
তখন সবাই ঠিক চেনেনি,
আজকে এসো ঠিক জেনেনিই
কেমন মাপের মানুষ ছিলেন চট্টো বীরেনদির

বাসুদেব দেব

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঐ যে বীরেন চাটুজ্জে
মশাল জ্বেলে অন্ধকারে
        একলা পথে কি খুঁজছেন ?
আত্মসুখী ঘুমের দেশে
        ডাক শোনা যায় 'জাগুন জাগুন'
স্তূপীকৃত ছাইয়ের মধ্যে
        ফুঁ দিয়ে কে জ্বালে আগুন
চান নি খেতাব পদ পদবী
হাড়-হাভাতে বামন রাজ্যে
        উঁচু মাথা এক সে কবি
                বীরেন্দ্রনাথ চাটুজ্জে
ক্ষুধার্ত ঐ শব্দগুলো
কেউ ভিখিরি কেউ বা নুলো
        তাদের রণদীক্ষা দিয়ে
        রক্তহাতে কে যুঝছেন ?

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বীরেনদা

এই তো গমক গলায় সাড়া তুলে,
চলার পথে দরাজ দুয়োর খুলে
ছিলেন বীরেনদা।
পদ্য বেঁধে—কোথাও সুবাস তোড়া,
কোথাও তাতে রাগের আগুন পোড়া
দিলেন বীরেনদা॥

বন্ধু বলে সবার মুঠোয় মুঠো
বাঁধতে, যেন মুখ ভরে সুখ কুটো
উড়ছে বীরেনদা-র।
শহর-গাঁয়ে যে পথ হাঁটেন, ভিড়
বান ডেকে যায়—ঢেউ ছাপিয়ে শির
উচ্চে বীরেনদা-র॥

বিনোদ বেরা

কবি বীরেন্দ্র চাট্টোপাধ্যায় স্মরণে

শ্রেষ্ঠ তিনি জ্যেষ্ঠ তিনি
এই পৃথিবী তাই গোটা
রাজ্য—কিন্তু সিংহাসনে
লোভ ছিল না একফোঁটা।

প্রভুত্ব তাঁর ঘৃণ্য ছিল
বন্ধুত্বতে আস্থা
পথছিল তাঁর জনবহুল
বিজন ছিল রাস্তা।

সমীর রায়

বীরেন্দ্র চাট্টোপাধ্যায় স্মরণে

আমার ঘরে আলোর অভাব
তোমার ঘরে তাও
টিন বাজিয়ে মেহের আলি
বলে, তফাৎ যাও!

আমার ঘরে আলোর অভাব
কোথায় যাব মা?
শব্দ প্রদীপ জ্বলছে ঘরে,
নেইতো বীরেনদা!

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কবির কবি তাঁর কবিতায়
চাবুক ওঠে নেচে—
সর্বহারার শিকল ছেঁড়ার
গান যে ওঠে বেজে।

ফুলের ভেতর আগুন ছোটে
আগুনে ফোটে ফুল—
তাঁর কবিতায় নদী নাচায়
তরঙ্গে দুইকূল।
ভুখা মানুষ শুখা মানুষ
গাইছে বাঁচার গান—
তাঁর কবিতায় গর্জে ওঠে
হাজার মেসিনগান

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

গণকবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কবিতারা কথা বলে হাসে-কাঁদে গায় বারোমাস
কবিতার মাঠ ফুঁড়ে উঁকি মারে লতাপাতা ঘাস !
কবিতার বাগানেতে খেলা করে দুধ-সাদা কাশ
কবিতার কুঁড়ে ঘরে তবু কারা করে পরিহাস ?

কবিতারা মাঝে মাঝে বিলকুল বদ্‌লায় সাজ
প্রতিবাদে প্রতিরোধে ভুলে যায় সব ভয় লাজ !
কবিতাও যুদ্ধ করে, শত্রুর বিরুদ্ধে হানে বাজ
কবিতারা মরে মারে, একথা তো প্রমাণিত আজ !!

মানুষের কবি তিনি থাকতেন পাশে সুখে-দুখে
মানুষের বিপদেতে মাথা তুলে দাঁড়াতেন রুখে !
অমলিন হাসিখানি আঁটকানো থাকতোই মুখে
গণকবি বীরেনদা চিরকাল থাকবেন বুকে !!

সাগর চক্রবর্তী

ছড়ার মধ্যে তাঁকে

তিনি এখন দূরে বহুদূরে
হাতটা আমার হাওয়ার রাজ্য ঘুরে
খুঁকতে খুঁকতে যেই নেমেছে, বই
পাতায় পাতায় তিনি আছেন ;
দূরে গেছেন কই ।

অমল চক্রবর্তী

লোকটা

তিনি ছিলেন নেহাতই এক লোকটা
বাড়তি শুধু অসাধারণ চোখটা
নইলে যেমন তেমন সিধে পোষাকে
তিনি ছিলেন একেবারেই লোকটা

চোখটা নিয়েই লোকটা ছিলেন ব্যস্ত
দেখার নেশায় তুচ্ছ ছিল রেস্ত
ভেতর থেকে নতুন করে দেখাতে
দেখতে দেখতে হতেন কেমন মস্ত

কাঁধের ঝোলায় থাকত কেবল পদ্য
ঐ নিয়ে কম হয়নি তো হাড়হদ্দ
তবুও হার মানেন নি কক্ষনো
পদ্য নিয়েই জেদী ছিলেন বড্ড

এত্ত টুকুন ফুসফুসে কী ঝড়টাই
বুনে গেলেন সেটা তো নয় ঠাট্টাই
আমরা কি তার খানিকটুকু পারবো
না কি শুধুই চালাবো বাড়ফাট্টাই

হিমাংশু জানা

আমার কাছে

যে যা খুশি বলুক তাঁকে
বাম বা ডাইন বর্গীয়,
দিতেন না লাই ছলাকলায়
দরাজ মন আর দরাজ গলায়
ছিলেন তিনি আমার কাছে
তুলনাহীন, স্বর্গীয়।

রবীন সুর

তিনি

অন্যরকম ছিলেন তিনি।
পদ্যবেচা চাঁদনিচকে
ছিল না তার ফড়ের বিকিকিনি !

যা ভাবতেন তাই লিখতেন,
অঙ্ককষা ভিজে বেড়াল
জোঁকের মুখে নুন ছড়াতেন।

যে টেনেছে নিজের কোলে ঝোল,
কবিতা তার বাঘা তেঁতুল—
জব্দ বুনো ওল !

জীবন গঙ্গোপাধ্যায়

ঋণ

শিশুদের ভালোবাসতেন তিনি
তাই ছিল তাঁর উদ্বেগ।
মুখোশেরা যত বিষ ঢেলে যায়
—সেই ঋণ কারা শুধবে?

অমিতাভ দাস

মানুষ বীরেন চাটুজ্জে

মানুষ ছিলেন বড়ো মাপের,
মানুষ মহাকাব্য
লিখেছিলেন সারাজীবন
হৃদয় ছিলো নাব্য ;
চোখের জলে ভাববো

অমানবিক ঘোর তমশায়
সারাজীবন ক্ষুব্ধ,
লড়তে লড়তে চিরবিদায়
আলোর জন্যে যুদ্ধ ;
মানুষ শুচিশুদ্ধ ॥

পান্নালাল মল্লিক

বীরেনদা

১

সেদিন কবি ছিলেন বলেই
মুখ ছিল মুখর হয়েই
শোষণ তোষণ ভাবতে গেলেই
শাসন ছিল মুখের উপর
কৃপাণ ছিল অকৃপণ।

২

সেদিন কবি ছিলেন বলেই
সুখ ছিল বুকের মাঝে
দুঃখ ছিল আন বাড়ী
কলম ছিল ঠোঁট কাটা।
দেশ জুড়ে নেতার লেজুড়
খাবলা কাটে তত্ত্ব ভাতে,
ভাত নেই ভাতের গন্ধে
ঘুরছে মানুষ হরদম
দিল্লী থেকে দমদম।

মৃণাল চক্রবর্তী

বুকের মাঝে

আছেন তিনি বুকের মাঝে
আছেন স্থলে জলে
আঁধার ঘরে তাঁর কবিতা
লক্ষ পিদিম জ্বালে।

জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়

বীরেনদার জন্য

খবর আসে খবর আসে
কতরকম কি
এমন খবর এমন সময়
ভাবতে পারি নি।

হারায় কত হারায় কি সব
হারায় কত কি
হারিয়ে গিয়ে কেউ তো এমন
হৃদয় খোঁড়েন নি।

হারিয়ে গ্যাছেন আছেন তবু
মনের আকাশে
আপনাকে ছুঁই আপনাকে পাই
গভীর বিশ্বাসে।

জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়

তিনি নেই

সময়কে ভারী করে ঘন অন্ধকার
মানুষের মুখর মুখে
        চাপিয়েছে পা—
কেন বা পিছনে চাই মিছিমিছি!
মুখর হতেন যিনি
        তিনি নেই?
                না।

নরেশচন্দ্র দাস

অতুলনীয়

দৃষ্টি কাড়ে সৃষ্টি তোমার
আঁধার ঘরে অগ্নিকণা
মানবতার প্রতীক তুমি
তুমিই তোমার ঠিক তুলনা।

কাজল চক্রবর্তী

তিনি

সব ছবি তাঁর একে একে
          খোলসা হলো
ছবি তো নয় মুখোসগুলো

যেই তিনি সেই মুখোশ-কথা
          লিখতে গেলেন
ব্যাধি তাঁকে বুকের ভেতর টেনে নিলো

নিজেই তিনি ছবি হলেন।

রত্নাংশু বর্গী

বীরেনদা যা বলেছেন

কেউ প্রেমে পড়ে
আর কেউ প্রেম করে
একটা হল সৃষ্টি
আর একটা নির্মান—বুঝলি শ্রীমান ?

সত্যি কথা বলিস
নিজের কথাই বলিস
চলিস মাটির পথে
শিকড়মুখী রথে।

সুখেন বিশ্বাস

শ্রদ্ধাস্পদেষু ৺বীরেনদাকে

বুভূক্ষু ঐ মানুষগুলোর
যন্ত্রণাটা কিসের—
ভাবনাটাকে ভাবলে একাই
কাল কেউটের বিষের।

কাব্যে শেষে আঁকলে বসে—
আঘাত করা চাই,
থাকতে তুমি শিখল না কেউ
বিঁধছে বুকে তাই।

অতীন্দ্র মজুমদার

তুড়তুড়ির জন্য

তুড়তুড়ি রে, তুড়তুড়ি—
যে আসে তোর কাছে রে
তোর দুই গালে দেয় চুমকুড়ি
তুড়তুড়ি রে, তুড়ুতুড়ি।

চুমকুড়িতে তাতায় তোকে
মাতায় তোকে রাত্রিদিন,
তাতের চোটে পি. এফ্. থেকে
দরাজ হাতে করিস ঋণ।

ডাকিস সভা, বসাস মেলা, স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ,
তোর পিঠেতেই হেলান দিয়ে সভাপতির সম্ভাষণ
হায় রে কলি, কারে বলি, সভার শেষে তুড়তুড়ি,
অন্য সবাই খাচ্ছে পায়েস,
তোর ভাতেতেই নেই লবন॥

*বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ডাকনাম—তুড়তুড়ি

নির্মল বসাক

বীরেনদা

মানুষ ছিলেন কথার দামের
এবং রক্ত এবং ঘামের
থোরাই কেয়ার ট্র্যাফিক জ্যামের
ভীড়টি ঠেলে ঠিক সময়ে
ইষ্টিশনে দিতেন পা।
হাস্যমুখে উচ্চকিত
সে লোকটিই বীরেনদা।

ছঃ ছঃ বীঃ চঃ/৪

মুকুলদেব ঠাকুর

বীরেনদা

এই যে কবি
অমল, নীরব, পবিত্র-
এই যে ছবি
সরলতায় অনন্ত ঃ
এঁর কাছে কি
অর্থ কোন পরীক্ষা ?
বাঁধনহারা,
অলৌকিক এ, তুরন্ত।

মুকুলদেব ঠাকুর

দেখেছিলাম তাঁকেই আমি

দেখেছিলাম তাঁকেই আমি বইমেলাতে
তরুণকবির কাঁধের ওপর নির্ভরতায়
চাপিয়ে বয়স মেতেছিলেন সেই খেলাতে :
যাতে প্রাণের উন্মাদনা আগুন ছড়ায়।

দেখেছিলাম তাঁকেই আমি অনুষ্ঠানে—
সব মানুষের শেষে যিনি আসন খুঁজে
বসেই মুখর হোতেন সুখের গল্পে-গানে
এবং অনুভবের দৃশ্যে······দু'চোখ বুঁজে।

আজকে তিনি জেগে আছেন সবার মনে,
একটি বছর আগে পেলেন অমল চিতা :
পরিব্রাজক দুই পা আজো অন্বেষণে,
মায়ার চোখে ঘুরে বেড়ায় কবির পিতা।

দেখেছিলাম তাঁকেই আমি ঢাকুরিয়ায় :
উচ্চকিত কণ্ঠে প্রতিবাদের ভাষায়॥

অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

বীরেন্দ্র

যাঁর
বুকের ভেতর
নীরেন্দ্র
তিনি আমাদের
বীরেন্দ্র
চট্টোপাধ্যায়।
সে-নীর মানে
চোখের জল
দুঃখ যখন
জগদ্দল
তখন তিনি
হাস্যমুখে
নিলেন সবার দায়।
কষ্ট করার ক্ষেমেন্দ্র
এই না হ'লে বীরেন্দ্র

অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

দিনে-রাতে

দিন চলে যায়
দিনের মতো
রাত টুকটুক করে।
ঠিক তখনি 'রানুর জন্য'
কাব্য মনে পড়ে।
রাত সরে যায়
রাতের মতো
সূর্য যখন ওঠে
ঠিক তখনি 'গ্রহচ্যুত'র
কাব্য মনে ফোটে।

প্রশান্ত ভট্টাচার্য

তোমার জন্মদিন

তোমার,
প্রতিদিন জন্মদিন প্রতিদিন জাগা
প্রতিদিন প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে থাকা।

প্রতিদিন জন্মদিন, ঘরে নয়, পথে
মিছিলের পতাকায় স্বপ্ন যায় ব্রতে !

প্রতিদিন জন্মদিন, মৃত্যু পেরিয়ে···
মৃত্যু পেরিয়ে যাও সামনে এগিয়ে !

(আজ) আবার আরম্ভ এক, নতুন লড়াই
প্রতিদিন জন্মদিন, প্রতিদিন তাই !

পুলকেন্দু সিংহ

কবিকে

যেখানে শাসন, যেখানে শোষণ
যেখানে ক্ষুধার যন্ত্রণা।
সেখানে তোমার শাণিত কবিতা
এনেছে বাঁচার মন্ত্রণা।
যে কবি মিশেছে মিছিলের সাথে
কবিতার স্বাদ ঘামে ভেজা
যে কবি আমায় ছাড়েনি কখনো
যে কবি হয়নি কর্তাভজা।
বকেয়া পাওনা মিলেছে কিছুটা
কবির ধার কি মেটানো যায়
মহা উৎরাই
সামনে লড়াই
এই গৌরবে প্রেরণা পাই।

ব্রত চক্রবর্তী

একটা দুটো বীরেন চাট্টো

পদ্য যত খোলামেলা
মানুষটা নয় তেমন,
দরজা বন্ধ জানলা খোলা
অনেক দেখি এমন।

কবি ভালো, মানুষ ভালো,
দু-দিকেতে দারুন ;
সংখ্যা এদের নেহাৎ-ই কম
যত পারেন খুঁজুন।

একটা দুটো বীরেন চট্টো
হাজার খুঁজলে মেলে,
সদর অন্দর সব দেখা যায়
চৌকাঠে দাঁড়ালে॥

নিখিল তরফদার

তোঁমার স্মরণে

তোঁমার কথা পড়লে মনে
আজ আমাদের চোখের কোণে
জলের ধারা করে গো চিক্‌চিক্।
তোমার কীর্তি ছড়িয়ে আছে
দেশটা জুড়ে। সবার কাছে
অমর হয়ে থাকবে তুমি ঠিক॥

বাসুদেব কুণ্ডু

প্রিয় কবিকে

উচ্চশির শালপ্রাংশু,
নীল আকাশের পূর্ণ অংশু।
দীপ্ত তেজ মহীয়ান,
জনদরদী—মহাপ্রাণ।
শূণ্য বুকের পূর্ণ আশা
মূক মানুষের মুখের ভাষা।
নিঃস্বজনের আত্মজন,
সবলের দুঃশাসন।
পরাজিত তাই হবেই ইন্দ্র,
প্রণমি তোমারে কবি বীরেন্দ্র

সত্যনারায়ণ মজুমদার

সে

শরীর জোড়া ক্ষয়ের রোগ
বুকে নিয়ে তীব্র ক্রোধ
তাঁর যজ্ঞের ঘোড়া যায়
দুরন্ত স্পর্ধায়।

দ্বিজেন আচার্য

ইষ্টিশনে দাঁড়িয়ে আছি

কাদের বাড়ির পান-সুপারী
খেতে গেলি ইষ্টিকুটুম
কোন্ দেশেতে পাড়ি দিল
কু-ঝিক্ ঝিক্ রেলের গাড়ি ?
কখন যে তুই ফিরবি বাড়ি—

ইষ্টিশনে দাঁড়িয়ে আছি

অমলেন্দু বিশ্বাস

বীরেনদার জন্য এপিটাফ

দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে গ্যালো
কাছের মানুষ
একটু আগুন জমা রেখে
অনাথ শিশুর।

এক চিলতে মেঘের ফাঁকে
তোমার আত্মগোপন
এভাবে গেলে হাসতে হাসতে
কাঁদিয়ে মন।

ভয় নেইতো আগুন আছে
বুকের কাছে
হাত সেঁকে নাও সে যে আছে
আশে পাশে।

সুশান্ত বিশ্বাস

কবির জন্য ছড়া

টুপ্ টুপ্ টুপ্ চোখের পানি
দাউদ মিঁয়ার ভাত জোটেনি।
মেঘুমালের অপুষ্যিরা
সেবার খরায় পড়ল মারা।
শ্যাম হাজরার ঘর যদি নাই
বস্তি হটান রাজা মশাই।
দেশটা নামেই প্রগতিশীল
ভেতরে তার টিউবারক্লসিক্।
এ-সব কথা রাজনীতি নয়
জবাব দেবে জনগণই।
বলতে পারেন স্পর্ধা বুকে
যিনি ছিলেন সবার দুখে।

শক্তিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

তুমি আছো লক্ষ বুকে

বুকের মধ্যে আগুন
আর লাল পলাশের ফাগুন,
দুয়ের মেল বন্ধন ক'রলে তুমি কবি।
অন্ধকারে জাগিয়ে তোলো
দ্বিপ্রহেরর রবি।

রক্তে তুলে বৈশাখী ঝড়
যখন গেলে চলে,
তখন দেখি, তুমি আছো
লক্ষবুকে, দুরন্ত মিছিলে॥